ভোরের কাগজ

তারিখ FEB 28 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

X4

আগামী দিনের বিজ্ঞান

২০ তারিখ বক্তৃতা দেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক আর দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিশু সাহিত্যিক আর কলমকার মুহম্মদ জাফর ইকবাল। বিজ্ঞানচেতনা আর বৈজ্ঞানকি চিন্তাধারার জন্য তার লড়াই ইতিমেধ্যেই জাগিয়েছে ব্যপক সাড়া, তাই মিলনায়তনে জড় হয়েছিলেন বহু মানুষ। তার বিষয়বস্তু ছিল আগামী দিনের বিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসেবে আর দ্রুত অগ্রসরমান কম্পিউটার বিজ্ঞানের সাথে জড়িত বলে এটি তার নিজস্ব বিষয় বলেই চিহ্নিত করা যায়। এদিনের বক্তৃতা ছিল ড. আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। কিন্তু তার বক্তব্য পুরোপুরি 'শরফুদ্দিন স্যারের' আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিল না। তিনি বলেন, কাচের পরিশোধনের ফলে ফাইবার অপটিক্স এখন একটা চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেছে। কিন্তু ফাইবার অপটিক্স চীন-জাপান হয়ে ভারত পর্যন্ত যাবার সময়ে বাংলাদেশ হয়ে যায়নি আমাদেরই গাফিলতির কারনে। প্রযুক্তিগর্ত সভ্যতার আরো সব অবিশ্বাস্য বিকাশের সম্ভাবনা যে এখন অনেক বেড়ে গেছে সেকথাই তিনি জানিয়েছেন। কার্ল সাগানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পদার্থবিজ্ঞানই এখন টাইম মেশিনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে জৈবিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিকাশের সম্ভাবনা দেখেন তিনি, তার সাথে দেখেন মানুষের ক্লোন তৈরির সম্ভাবনা। ২০১০-২০ সালের মধ্যে এমন কম্পিউটার তৈরি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের সমান। সে জন্যই তিনি সবাইকে সাবধান করে দেন বিজ্ঞানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে, বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে কুপ্রভাব পড়েছে তার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জাফর ইকবাল। এসব কথা তিনি বলেন আসলে বিজ্ঞানের সাথে মানবতার সম্পর্কটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই। রহস্য বাড়ানোর বদলে যে বিজ্ঞান জগৎ ব্যাখ্যা করে সবকিছু অনেক সহজবোধ্য করে দিয়েছে সেই বিজ্ঞানের চর্চা আরো বেশি করার জন্যে তিনি দিয়েছেন জোর। বলেছেন, প্রযুক্তিবিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে ঘটাতে হবে বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ। তিনি বলেন, এই পৃথিবী রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই।

এই সভাতেই বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসান আলী জানান ভবিষ্যতে অত্যন্ত কম খরচে বাড়ি তৈরির সম্ভাবনার কথা। কারণ বাড়ি তৈরির বিভিন্ন উপাদানের খরচ ক্রমেই কমে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আহমেদ শফী ছিলেন সভার সভাপতি। তার বক্তৃতায় তিনি বলেন, পদার্থবিজ্ঞানের মৌল ব্যাপারগুলোতে খুব বেশি অগ্রগতি শিগগির ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি ঘটার পুরো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলে, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রনের সব হাতিয়ারই মানুয়ের হাতে থাকবে, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রন কখনো সীমার বাইরে করা যাবে না। সীমার বাইরে গেলে প্রকৃতি আমাদের ক্ষমা করবে না। এ ক্ষেত্রে তিনি উকৈলিজি আর ক্লোনিং-এর সমস্যার কথা বলেন। সেজন্য তার মতে, বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানেরও বিকাশের দরকার। একমাত্র তাহলেই মানুষ যষ্টে উদারভাবে মতামত দিতে পারবে।